142

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সেমিনারে মন্তব্য

নকল প্রবণতার জন্য দায়ী নেতৃত্ব, শিক্ষক, অভিভাবক

।। রাশেদ আহমেদ ।।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক নিজেই বললেন, পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা এখন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে অসুস্থ করে তুলেছে। আমাদের শিক্ষার মান এখন এমন পর্যায়ে যে পৃথিবীতে প্রতিযোগিতার উপযোগী নয়। এই অভিশপ্ত দুরবস্থার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষক ও অভিভাবকরাই মূলত দায়ী। বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি সংক্রান্ত এই সেমিনারে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেন, আজকাল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যত পরীক্ষার্থী 'স্টার' পায়, আকাশে তারার সংখ্যাও তত নয়। এতো 'স্টার' কি করে হয়? এদের শিক্ষার মানই–বা কি? নকলপ্রবণতার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষকরা সারা বছর ক্লাসে পড়ান না। অনেক স্কুল–কলেজে ভাল শিক্ষকের অভাব, নকল করে পাস করা ছাড়া উপায় কি? গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হকসহ বিভিন্ন সংসদ সদস্য, ৫টি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে (বার্ড) দিনব্যাপী এই সেমিনার হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর উদ্যোক্তা। আয়োজনে ছিল কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সেমিনারে বক্তারা বলেন, নোটবই, গাইডবই ও সাজেশন বইগুলো নকলের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের সুযোগ করে দিতে চাপ প্রয়োগ করেন। তারা অভিমত দেন, নকলপ্রবণতা বন্ধ করতে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে নকল করা গর্ব মনে করে– সেই অবস্থা থেকে ঘৃণার চোখে দেখার পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ তপন কান্তি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে কার্যপত্র পড়েন সাংবাদিক রেজানুর রহমান। আলোচনায় আরো অংশ নেন জাতীয় সংসদের হুইপ মজিবুল হক, সংসদ সদস্য আ হ ম মোস্তফা কামাল, তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আশরাফ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ডঃ তোজাম্মেল হোসেন, শিক্ষক সমিতির নেতা কাজী ফারুক আহমেদ, চৌধুরী খুরশীদ আলম, ম, আক্তারুজ্জামান, অধ্যাপক খোদা বাখশ, সালেহ মতিন, রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনসুর রহমান প্রমুখ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের আজকাল এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দুর্নীতি ও নকলকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো লেখাপড়া করালে এই অবস্থা হতো না। রাজনৈতিক নেতারাও এর জন্য কম দায়ী নন তারা নিজ এলাকা পরীক্ষায় কেন্দ্র খোলার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। রাজনৈতিক প্রভাবে কেন্দ্র করার নামই হচ্ছে নকল তৈরির কারখানা তৈরি করা। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গুটিকয়েক মন্ত্রী ছাড়া সবাই পরীক্ষা কেন্দ্র করার তদবির নিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক কারণে এগুলো ফিরিয়ে দেয়া যায়নি। তিনি বলেন, নকল রোধ করার জন্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করে দেয়ার পদক্ষেপটা নিয়েছে। এ সংক্রান্ত ক্যালেন্ডারও তৈরি করে দেয়া হবে। আইনমন্ত্রী বলেন, ম্যানেজিং কমিটিতে গুন্ডা সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতি হচ্ছে। এর ফলে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে ভাল কলেজ–স্কুলে। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে যে কিছুদিনের মধ্যে আমলাও বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশ চালাতে হবে।

এটিএম শামসুল হক বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে নকল–প্রবণতাকে উৎসাহিত করাই যথেষ্ট। তিনি নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান।